



## 10508 - যলিহজ্জ মাসরে দনিগুলোতে সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর প্রদান

### প্রশ্ন

ঈদুল আযহার সাধারণ তাকবীর সম্পর্কে জানতে চাই। প্রত্যেকে নামাযরে শেষে যে তাকবীর দয়্যো হয় সটো কিসাধারণ তাকবীররে মধ্যে পড়বে; নাকি নয়? এই তাকবীর দয়্যো কিসুনত; নাকি মুস্তাহাব; নাকি বিদাত?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ঈদুল আযহার তাকবীর যলিহজ্জ মাসরে শুরু থেকে ১৩ তারখি পর্যন্ত দয়্যো শরয়ি বিধি। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: “যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পারে। এবং নরিদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে”[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নরিদষ্টি দনিগুলো’ হচ্ছ- যলিহজ্জরে দশদনি। এবং যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: : “আর নরিদষ্টি কয়কেটি দনি আলাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছ- তাশরকিরে দনি। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছ- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি।”[সহি মুসলমি। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহি গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সনদবহীন (মুয়াল্লাক) আমল উল্লেখ করছেন যে, “তাঁরা দুইজন যলিহজ্জরে দশদনি বাজারে গিয়ে তাকবীর দতিনে। তাদরে তাকবীর ধরে লোকরোও তাকবীর দতি”। উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) ও তাঁর ছলে আব্দুল্লাহ মীনার দনিগুলোতে মসজদি ও তাবুতে তাকবীর দতিনে। তাঁরা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে। এতে করে তাকবীররে শব্দে মীনা প্রকম্পতি হয়ে উঠত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও একদল সাহাবীর আমল বর্ণতি আছে যে, তাঁরা আরাফার দনি ফজররে নামাযরে পর থেকে ১৩ ই যলিহজ্জ আসররে নামায পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত নামাযরে শেষে তাকবীর দতিনে। এটি হাজ্জ-নিন এমন ব্যক্তদিরে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, হাজীসাহবে ইহরাম করার পর থেকে ঈদরে দনি জমরাতে আকাবাতে কংকর নিক্ষেপে করা পর্যন্ত তালাবিয়া পড়ায় মশগুল থাকবনে। এরপর তাকবীর দয়্যোয় মশগুল হবনে। উল্লেখতি জমরাতে প্রথম কংকরটি নিক্ষেপে করার সময় থেকে তনি তাকবীর দয়্যো শুরু করবনে। যদি তাকবীর বলার সাথে তালাবিয়াও বলনে তাতে কোন অসুবিধা নই। যহেতে আনাস (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছ: “আরাফার দনি কটে তালাবিয়া দতি; আর কটে তাকবীর দতি; কাউকে বারণ করা হত না”।[সহি বুখারী] তবে, উল্লেখতি দনিগুলোতে মুহরমি ব্যক্তরি জন্য তালাবিয়া পড়া উত্তম। আর হালাল ব্যক্তরি জন্য তাকবীর বলা উত্তম।

এ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, আলমেদরে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর যলিহজ্জরে পাঁচদনি একত্রতি হয়ে যায়। এ পাঁচদনি হল: আরাফার দনি, ঈদরে দনি ও তাশরকিরে তনিদনি। আর যলিহজ্জরে ৮ তারখি থেকে ১



তারখি পর্যন্ত সময়ে যে তাকবীর দয়োগ্রহ সটোগ্রহ ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়াত ও আছর এর ভিত্তিতে সাধারণ তাকবীর; বশিষে তাকবীর নয়। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আল্লাহর কাছে এ দশদিনের চয়ে অধিক মহান ও আমল করার জন্য অধিক প্রিয় আর কোন দিন নাই। সুতরাং তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়” কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে বলছেন।